কালের কণ্ঠ

তারিখ 26 JUL 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থাসহ ইভিএম আসছে

কাজী হাফিজ ▷

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) উদ্ভাবিত এক হাজার ২৩০টি ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিন বা ইভিএম তিন বছর ধরে পড়ে থাকার পর নির্বাচন কমিশন এখন নিজেদের তৈরি নতুন ধরনের ইভিএম প্রচলনের কথা ভাবছে। গতকাল সোমবার ইসিতে এই নতুন ইভিএম প্রটোটাইপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল সুলতানুজ্জামান মো. সালেহ উদ্দিন। এ সময় নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে কমিশন সচিব মো. সিরাজুল ইসলামও উপস্থিত ছিলেন।

এ বিষয়ে সচিব গতকাল কালের কণ্ঠকে বলেন, 'নতুন ইভিএমের বিষয়টি এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আমরা এ বিষয়ে একটি কারিগরি কমিটি করে তার মাধ্যমে এর ব্যবহার উপযোগিতা যাচাই করব।' তিনি বলেন, বুয়েট উদ্ভাবিত ইভিএমে ভোটার শনাক্ত করার ব্যবস্থা ছিল না। নতুন মেশিনে সে ব্যবস্থা থাকবে। ভোটের আগে বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে শনাক্ত করে ভোটারকে একটি কোড দেওয়া হবে। সেই কোডের মাধ্যমে ভোটার ভোট দিতে পারবে।

মেশিনটির উদ্ভাবক কি সরকারি কোনো সংস্থা—এ প্রশ্নের সরাসরি জবাব না দিয়ে কমিশন সচিব বলেন, বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি (বিএমটিএফ) মেশিনটি উৎপাদন করতে পারে কি না তা পরে চিন্তাভাবনা করে দেখা হবে।

প্রসঙ্গত, বুয়েট উদ্ভাবিত ইভিএম সর্বশেষ ২০১৩ সালের ১৫ জুন অনুষ্ঠিত রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট সিটি করপোরেশন নির্বাচনে একটি করে ওয়ার্ডে ব্যবহার করা হয়েছিল। এর পর থেকে এই প্রযুক্তি ব্যবহারের আর খবর নেই।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানান, ঢাকার আগারগাঁওয়ে ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনে নির্বাচন কমিশনের আইডিয়া প্রকল্পের জন্য ভাড়া করা একটি রুমে, পরিকল্পনা কমিশনের ৭ নম্বর ব্লকের কক্ষে গাদাগাদি করে রাখা এসব ইভিএমে এখন ধুলার স্তর জমেছে।

নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুসারে, প্রথম পর্যায়ে বুয়েট থেকে প্রতিটি ১১ হাজার ৫৫৬ টাকা করে মোট ১৪ লাখ চার হাজার টাকায় ১৩০টি ইভিএম সংগ্রহ করা হয়। দ্বিতীয় পর্যায়ে বুয়েট থেকে আরো উন্নত ৪০০টি মেশিন সংগ্রহ করা হয়। এর মূল্য প্রতিটি ৩২ হাজার ৫৪৬ টাকা ৫০ পয়সা করে মোট এক কোটি ৯ লাখ ৪০ হাজার টাকা। তৃতীয় পর্যায়ে বিএমটিএফ থেকে ৭০০ ইভিএম সংগ্রহ করা হয়, যার মূল্য প্রতিটি ৪৬ হাজার ৫০১ টাকা ২ পয়সা করে মোট তিন কোটি ২৫ লাখ ৫০ হাজার ৭১৪

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের ব্যবস্থাসহ

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

টাকা।

এদিকে ইভিএমের এই দশার কারণে নির্বাচন কর্মকর্তাদের অনেকেরই বক্তব্য ছিল, বাংলাদেশ যখন 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নের পথে দ্রুত এগিয়ে চলেছে, তখন কাজী রকিবের নির্বাচন কমিশন (ইসি) ভোটগ্রহণের 'অ্যানালগ' পদ্ধতি থেকে বের হওয়ার কোনো চেষ্টাই করেনি। ব্যালট পেপার, সিল, ব্যালট বাক্স, দীর্ঘ সময় নিয়ে ভোট গণনা—এসবের মধ্যেই পড়ে থাকতে চেয়েছে। ইভিএম নিয়ে দীর্ঘদিন কোনো আলোচনায় বসতে রাজি ছিলেন না কাজী রকিবউদ্দীন আহমদ। গত বছর নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আবদুল মোবারক ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) জাবেদ আলী বিষয়টি বিবেচনায় নেওয়ার জন্য সিইসিকে লিখিতভাবে জানালেও তাতে সাড়া মেলেনি।

এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশনার মো. শাহ নেওয়াজ গত মাসে কালের কণ্ঠকে বলেছিলেন, 'ইভিএমে ত্রুটি দেখা দেওয়ার কারণে আমরা তা ব্যবহার থেকে বিরত থেকেছি। আমাদের পরের নির্বাচন কমিশন এ বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারে।'

ইভিএম নিয়ে আগের উদ্যোগ : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর আগের মেয়াদে ২০১০ সালের ২১ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনকে পরামর্শ দিয়েছিলেন দেশের সব নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার করতে। পরের বছর ২৯ মার্চ ছবিসহ ভোটার তালিকা প্রণয়ন ও জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান (তৃতীয় সংশোধিত) প্রকল্প জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায় অনুমোদনের পাশাপাশি ইসি সচিবালয়কে বলা হয় ইভিএম চালুর বিষয়ে অবিলম্বে একটি প্রস্তাব জমা দিতে। কিন্তু গত পাঁচ বছরেও সে সময়ের এবং বর্তমান নির্বাচন কমিশন ওই প্রকল্প প্রস্তাব জমা দিতে পারেনি। কাজী রকিবউদ্দীন আহমদের কমিশন পৌরসভা নির্বাচনের আগে দশম জাতীয় সংসদ এবং উপজেলা নির্বাচন করেছে ইভিএম ছাড়াই। অথচ গত অর্থবছরের বাজেটে নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের অগ্রাধিকার ব্যয় খাত অথবা কর্মসূচিগুলো সম্পর্কে উল্লেখ ছিল, 'নির্বাচন সম্পর্কিত তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহারের পাশাপাশি ইভিএমের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।'